দানিয়েলের পুস্তক - নম্বর একশ পঁয়তাল্লিশ

বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণী ও বর্তমান ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা: আধুনিক রাজনীতি ও ধর্মীয় প্রতীকবাদ সম্পর্কে একটি দৃষ্টিভঙ্গি

Jeff Pippenger

2024-03-19

ওয়োকবাদের ধর্ম (সদোম) এবং কমিউনিজমের রাজনীতি (মিশর) উত্থিত হয়েছিল, যখন সর্বাধিক ধনী প্রেসিডেন্ট ২০১৫ সালে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অভিপ্রায় ঘোষণা করেছিলেন; এবং তিনি তাঁর রাজনৈতিক সাক্ষ্য প্রদান করার পর, ২০২০ সালে তাঁকে বধ করা হয়েছিল। পোপকে ১৭৯৮ সালে ভাববাদী অর্থে বধ করা হয়েছিল, সাড়ে তিন ভাববাদী দিন ধরে তাঁর শয়তানীয় সাক্ষ্য প্রদান করার পরে। তথাপি ঈশ্বরের ভাববাদী বাক্য নির্দেশ করে যে, ড্রাগনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধে পোপ জয়লাভ করে।

> হে মনুষ্যসন্তান, তুমি তোমার মুখ মিশরের রাজা ফেরাউনের বিরুদ্ধে স্থির কর, এবং তার বিরুদ্ধে ও সমগ্র মিশরের বিরুদ্ধে ভাববাণী ঘোষণা কর; কথা বল, এবং বল, প্রভু সদাপ্রভু এই কথা বলেন: দেখ, আমি তোমার বিরুদ্ধে, হে মিশরের রাজা ফেরাউন, সেই মহা অজগর, যে নিজের নদীগুলোর মধ্যে শয়ান থাকে, যে বলিয়াছে, ‘আমার নদী আমার নিজের, এবং আমি নিজেই তা নিজের জন্য নির্মাণ করিয়াছি।’ ইজেকিয়েল 29:2, 3.

মিশর হলো মহা ড্রাগন, এবং ফারাওয়ের নাস্তিকতা ফরাসি বিপ্লবের নাস্তিকতা ও একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নকে প্রতীকায়িত করেছিল। একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী-পশুর পরিসরের মধ্যে সেই বিশ্বায়নকে প্রতিনিধিত্ব করে ডেমোক্রেটিক পার্টি। ইজেকিয়েল উল্লেখ করেন যে ঈশ্বর মিশরের বিরুদ্ধে, এবং অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে ইজেকিয়েল উল্লেখ করেন যে ঈশ্বর মিশরকে উত্তরের রাজার হাতে দেবেন; যে ওই অংশে নেবূখদনেজার হিসেবে চিহ্নিত, এবং যে শেষ দিনের উত্তরের রাজার ছদ্ম রূপকে প্রতিনিধিত্ব করে। উত্তরের রাজার ছদ্ম রূপটি হলো পোপতন্ত্র, এবং ঈশ্বর ইজেকিয়েলের মাধ্যমে জানান যে নেবূখদনেজার তাঁর শাস্তির দণ্ড হিসেবে যে সেবা দিয়েছিল, তার জন্য ঈশ্বর মিশরকে উত্তরের রাজার হাতে তুলে দেবেন। তিনি আরও জানান যে শেষের বৃষ্টি আগমনের সময়কালে তিনি মিশরকে পোপের হাতে তুলে দেবেন।

> আর এমন হল যে সাতাশতম বছরে, প্রথম মাসে, মাসের প্রথম দিনে, প্রভুর বাক্য আমার কাছে এল, এই বলে: মানবপুত্র, বাবিলের রাজা নেবূখদনেজর টাইরাসের বিরুদ্ধে তার সৈন্যবাহিনীকে বিরাট পরিশ্রমে নিযুক্ত করেছিল; প্রত্যেকের মাথা টাক হয়ে গিয়েছিল, আর প্রত্যেকে কাঁধ ছুলে গিয়েছিল; তবু সে বা তার বাহিনী টাইরাসের বিরুদ্ধে যে সেবা করেছিল, তার জন্য কোনো মজুরি পায়নি। তাই প্রভু ঈশ্বর এই বলেন: দেখ, আমি মিশরের দেশ বাবিলের রাজা নেবূখদনেজরকে দেব; আর সে তার জনসমষ্টি নেবে, তার লুণ্ঠন নেবে, তার লুট নেবে; আর সেটাই হবে তার সৈন্যবাহিনীর মজুরি। সে টাইরাসের বিরুদ্ধে যে সেবা-পরিশ্রম করেছিল, তার মজুরি হিসেবে আমি তাকে মিশরের দেশ দিয়েছি, কারণ তারা আমার জন্য কাজ করেছিল, প্রভু ঈশ্বর বলেন। সেই দিনে আমি ইস্রায়েলের গৃহের শিং অঙ্কুরিত করব, আর তাদের মধ্যে তোমার মুখ খোলার সুযোগ দেব; আর তারা জানবে যে আমি প্রভু। ইজেকিয়েল ২৯:১৭-২১।

ঈশ্বর যখন "ইস্রায়েলের গৃহের শৃঙ্গকে অঙ্কুরোদ্গম করান" যে "দিন", সে দিনটি হলো ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১; সেদিনই অন্তিম বর্ষা ছিটিয়ে পড়তে শুরু করেছিল। সেই সময় প্রভু প্রহরীদের উত্থাপন করে বললেন, তৃতীয় "হায়"-এর শিঙ্গার শব্দে "কর্ণপাত কর", কারণ তিনি নির্দেশ করলেন যে ঈশ্বর "তাদের মধ্যস্থে তোমাকে মুখ খোলার ক্ষমতা দেবেন"। এই "মধ্য" নির্দেশ করে সেই সময়কালকে, যা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ আরম্ভ হওয়া অন্তিম বর্ষার ছিটানো এবং রবিবারের আইনের সময়—যখন পবিত্র আত্মা অপরিমেয়ভাবে ঢেলে দেওয়া হবে—এর মধ্যবর্তী। ঐ দুই মাইলফলকের মাঝখানে (মধ্যভাগে), দুই সাক্ষী, বা দুই শৃঙ্গ, তাদের সাক্ষ্য প্রদান করবে, যতক্ষণ না ২০২০ সালে তারা উভয়ে রাস্তায় বধ হয়।

নিহত হওয়ার পূর্বে তারা তাদের সাক্ষ্য দিয়েছিল, আর নিহত হওয়ার পর তারা অষ্টমস্বরূপে, অর্থাৎ সাতেরই অন্তর্গতরূপে, পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল। তারা নাস্তিকতা (মিসর) ও অনৈতিকতা (সদোম)-এর ড্রাগনীয় শক্তি দ্বারা নিহত হয়েছিল। ঈশ্বরের উদ্দেশে তারা যে সেবা সম্পাদন করেছিল, তার প্রতিদানে তিনি তাদের পুরস্কারস্বরূপ মিসর দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দানিয়েলে একাদশ অধ্যায়ের একচল্লিশতম পদে যখন উত্তর দেশের রাজা যুক্তরাষ্ট্রের মহিমান্বিত দেশে অধিকার করে, তখন সে মিসর গ্রহণ করে; কারণ ঈশ্বরের বিধানগত কর্মে সম্পাদিত সেবার পারিশ্রমিক এটাই।

> হে আশূর, আমার ক্রোধের দণ্ড, আর তাদের হাতে যে লাঠি আছে, তা আমার ক্ষোভ। আমি তাকে এক ভণ্ড জাতির বিরুদ্ধে পাঠাব, এবং আমার ক্রোধের লোকদের বিরুদ্ধে তাকে আদেশ দেব—যেন সে লুট করে, শিকার নিয়ে যায়, এবং তাদেরকে রাস্তাঘাটের কাদার মতো পদদলিত করে। যিশাইয় ১০:৫, ৬।

আসিরীয় হলেন উত্তরের রাজা; তিনি পোপতন্ত্রকে প্রতিনিধিত্ব করেন—যা অন্তিম দিনে উত্তরের ছদ্ম রাজা। ইস্রায়েলের অবিরত বিদ্রোহের কারণে, উত্তর ও দক্ষিণ—উভয় রাজ্যের উপর বিচার আনতে আসিরিয়া ও বাবিলনকে ব্যবহার করা হয়েছিল।

> 'অতএব ইস্রায়েল নিজেদের দেশ থেকে অশূরে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল,' 'কারণ তারা তাদের প্রভু ঈশ্বরের কথা মানেনি, বরং তাঁর চুক্তি লঙ্ঘন করেছিল, এবং প্রভুর দাস মোশি যা যা আদেশ করেছিলেন, সেগুলোও পালন করেনি।' ২ রাজাবলি ১৭:৭, ১১, ১৪-১৬, ২০, ২৩; ১৮:১২.
>
> ইস্রায়েলের দশটি গোত্রের ওপর নেমে আসা ভয়াবহ বিচারগুলিতে প্রভুর একটি প্রজ্ঞাময় ও দয়াময় উদ্দেশ্য ছিল। তাঁদের পিতৃভূমিতে তাঁদের মাধ্যমে যা তিনি আর করতে পারছিলেন না, তা তিনি অন্যজাতিদের মধ্যে তাঁদের ছড়িয়ে দিয়ে সম্পন্ন করতে চাইলেন। মানবজাতির ত্রাণকর্তার মাধ্যমে ক্ষমা গ্রহণ করতে বেছে নেবেন—এমন সকলের পরিত্রাণের জন্য তাঁর পরিকল্পনা এখনও পূর্ণ হওয়া আবশ্যক ছিল; এবং ইস্রায়েলের ওপর আনা দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে তিনি পৃথিবীর জাতিদের কাছে তাঁর মহিমা প্রকাশের পথ প্রস্তুত করছিলেন। যাঁদের বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাঁদের সবাই অনুতাপহীন ছিলেন না। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ঈশ্বরের প্রতি সত্যনিষ্ঠ ছিলেন, এবং অন্যরা তাঁর সামনে নিজেদের নম্র করেছিলেন। এই 'জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্রগণ' (হোশেয় ১:১০)-এর মাধ্যমে তিনি অশূর রাজ্যে অসংখ্য মানুষকে তাঁর চরিত্রের গুণাবলী এবং তাঁর আইনের কল্যাণকরতা সম্পর্কে জ্ঞানে আনতেন। ভবিষ্যদ্বক্তারা ও রাজাগণ, ২৯২।

প্রভু উত্তরের রাজাদের তাঁর বিচারের হাতিয়ার হিসেবে নিয়োজিত করেছিলেন, এবং বাইবেলের যে নীতি তিনি ঐ উত্তরের রাজাদের ব্যাপারে অনুসরণ করেছিলেন, তা ছিল—তাঁরা যে সেবা

করেছেন তার জন্য তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া দরকার।

> আর সেই বাড়িতেই থাকো, তারা যা দেয় তাই খাও ও পান করো; কারণ শ্রমিক তার মজুরির যোগ্য। বাড়ি থেকে বাড়িতে যেয়ো না। লূক ১০:৭।

শীঘ্র আগত রবিবার-আইনের সময়, যখন তারা তাদের অনুগ্রহকালের পেয়ালা পূর্ণ করবে, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দণ্ডবিধান করতে প্রভু পোপতন্ত্রকে ব্যবহার করেন; এবং প্রতিদানে, সম্পাদিত সেবার বিনিময়ে তিনি পোপতন্ত্রকে মিশর প্রদান করেন। ঈশ্বরের ভাববাদী বাক্য স্পষ্ট যে মিশর পোপতন্ত্রকে প্রদান করা হয়, এবং দানিয়েলের একাদশ অধ্যায়ের বিয়াল্লিশ ও তিন নম্বর পদ এই সত্য নিশ্চিত করে। সম্পাদিত সেবার বিনিময়ে পোপের পারিশ্রমিক এই যে, তিনি সেই প্রধান হন, যাকে দশ রাজা উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত করে, এবং যিনি পশুর বিশ্বব্যাপী মূর্তির উপর শাসন করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের পশুর মূর্তির সময়ে, ট্রাম্প ড্রাগন-শক্তিসমূহের ওপর জয়লাভ করেন, কারণ তিনি অষ্টম মস্তক, অর্থাৎ সাতটিরই অন্তর্গত। ডেমোক্রেটিক পার্টির পতন—যে ড্রাগন-শক্তি ২০২০ সালে ট্রাম্পকে বধ করেছিল—এখন ঘটছে। ঈশ্বরের বাক্য কখনও ব্যর্থ হয় না। ডেমোক্রেটিক পার্টির ক্ষেত্রে ‘উটের পিঠে শেষ খড়কুটো’ হলো ইসলামের মিথ্যা ভাববাদী। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবরের আক্রমণ তার সমর্থনভিত্তির মধ্যে এক ফাটল সৃষ্টি করেছে, যা কেবল জাতিসমূহকে ক্রোধান্বিত ও ক্লেশিত করার ক্ষেত্রে ইসলামের ভূমিকাতেই আরোপ করা যায়। এর সঙ্গে আরও আক্রমণ যুক্ত হবে, যা অধিকতর বিভাজন সৃষ্টি করবে, তবে ‘পৃথিবীর পশু’র এক শ্রেণির নাগরিকদেরও ঐক্যবদ্ধ করবে—যারা ড্রাগনের শক্তিসমূহ দ্বারা উন্মুক্ত করা বেআইনি অভিবাসনের প্লাবনের মূর্খতাকে স্বীকার করে। এটি এক অর্থনৈতিক সংকটও সৃষ্টি করবে, যদিও সে সংকট ইতিমধ্যেই উপস্থিত।

> "এবং তখন মহা প্রতারক মানুষকে বিশ্বাস করাবে যে যারা ঈশ্বরের সেবা করে, তারাই এইসব অনিষ্টের কারণ। যে শ্রেণী স্বর্গের অসন্তোষ উদ্রেক করেছে, তারা তাদের সব দুর্দশার দায় চাপাবে তাদের ওপর, যাদের ঈশ্বরের আজ্ঞাগুলোর প্রতি আনুগত্য অপরাধীদের জন্য এক নিরবচ্ছিন্ন ভর্ত্সনা। ঘোষণা করা হবে যে মানুষ রবিবারের সাবাথ লঙ্ঘন করে ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করছে; যে এই পাপই এমন সব বিপর্যয় ডেকে এনেছে, যা রবিবার পালন কঠোরভাবে বাধ্যতামূলক না করা পর্যন্ত থামবে না; এবং যে যারা চতুর্থ আজ্ঞার দাবি উপস্থাপন করে—এভাবে রবিবারের প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট করে—তারা জনগণের জন্য উপদ্রবস্বরূপ, কারণ তারা জনগণকে ঈশ্বরীয় অনুগ্রহ ও সাময়িক সমৃদ্ধিতে পুনঃস্থাপিত হতে বাধা দেয়। তাই অতীতে ঈশ্বরের দাসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হয়েছিল, তা আবারও পুনরাবৃত্ত হবে, এবং সমানভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তির ওপর: 'আর হইল কি, আহাব যখন এলিয়াহকে দেখিল, তখন আহাব তাহাকে বলিল, তুমি কি সেই ব্যক্তি, যে ইস্রায়েলকে বিপদে ফেলিতেছ? আর তিনি উত্তর দিলেন, আমি ইস্রায়েলকে বিপদে ফেলি নাই; কিন্তু তুমি এবং তোমার পিতৃগৃহ—কারণ তোমরা সদাপ্রভুর আজ্ঞাগুলি ত্যাগ করিয়াছ, আর তুমি বালদের পশ্চাতে চলিয়াছ।' ১ রাজাবলি ১৮:১৭, ১৮। মিথ্যা অভিযোগে যখন জনগণের ক্রোধ প্রজ্বলিত হবে, তারা ঈশ্বরের দূতদের প্রতি এমনই আচরণ করবে, যেমন ধর্মত্যাগী ইস্রায়েল এলিয়াহের প্রতি করেছিল।" দ্য গ্রেট কন্ট্রোভার্সি, ৫৯০।

বিশ্রামদিন পালনকারীদেরকে ‘ঈশ্বরীয় অনুগ্রহ ও পার্থিব সমৃদ্ধি’ অপসারিত হয়ে গেছে—এর কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। আমাদের সামনে আসন্ন এই সময়কাল বর্ণনা

করতে গিয়ে, তিনি এলিয়াহ ও আহাবের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেন। তাদের পারস্পরিক দোষারোপ কার্মেলে পর্বতের ঘটনার পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। শীঘ্র আগত রবিবার আইনের আগে, ক্রমবর্ধমান বিচারের মাধ্যমে পার্থিব সমৃদ্ধি ও ঈশ্বরীয় অনুগ্রহ অপসারিত হবে। এমাত্র উদ্ধৃত অংশটি রবিবার আইন-পরীক্ষাকালে সংঘটিত এক ধারাবাহিক ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে, কিন্তু দুটি পরীক্ষাকাল রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যে 'পশুর মূর্তি'র পরীক্ষা ঘটে, তা পরবর্তীতে সমগ্র বিশ্বে পুনরাবৃত্ত হবে। উক্ত অংশে বর্ণিত সব ঘটনাই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক পরিপূর্ণতা লাভ করে—শীঘ্র আগত রবিবার আইনের পূর্ববর্তী ইতিহাসে এবং তার পরবর্তী বিশ্বব্যাপী রবিবার আইন-সংকটের ইতিহাসে।

Testimonies গ্রন্থের নবম খণ্ডের প্রথম অনুচ্ছেদে, যা পৃষ্ঠা এগারোয় আরম্ভ হয় এবং এভাবে NINE-ELEVEN-কে চিহ্নিত করে, এ কথা বলছে: "আমরা অন্তের কালের মধ্যে বাস করছি। দ্রুত পরিপূর্ণ হয়ে চলা সময়ের লক্ষণসমূহ ঘোষণা করে যে খ্রিষ্টের আগমন অতি সন্নিকট। যে দিনগুলোয় আমরা বাস করছি, সেগুলি গিম্ভীর ও গুরুত্ববহ। ঈশ্বরের আত্মা ক্রমশ, তবে নিশ্চিতভাবেই, পৃথিবী থেকে প্রত্যাহৃত হচ্ছেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহকে তুচ্ছকারীদের উপর ইতিমধ্যেই মহামারী ও বিচারাবলী নেমে আসছে। স্থল ও সমুদ্রে সংঘটিত দুর্যোগসমূহ, সমাজের অস্থির অবস্থা, যুদ্ধের শঙ্কা—এসবই পূর্বলক্ষণময়। এগুলো আসন্ন সর্বাপেক্ষা মহত্তম তাৎপর্যের ঘটনাবলির পূর্বাভাস দেয়।" বিবরণটি অব্যাহত থাকলে, আমরা চৌদ্দ নম্বর পৃষ্ঠায় পাই: "শিক্ষাবিদ ও রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যেও এমন লোকের সংখ্যা খুব বেশি নয়, যারা বর্তমান সমাজাবস্থার অন্তর্নিহিত কারণসমূহ অনুধাবন করেন। যাঁরা শাসনের লাগাম ধারণ করেন, তাঁরা নৈতিক পচন, দারিদ্র্য, নিঃস্বতা এবং ক্রমবর্ধমান অপরাধের সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম নন। তাঁরা ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আরও সুরক্ষিত ভিত্তিতে স্থাপন করতে নিষ্ফল সংগ্রাম করছেন। যদি মানুষ ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষার প্রতি অধিক মনোযোগ দিত, তবে যে সমস্যাসমূহ তাদের বিভ্রান্ত করে, তাদের সমাধান তারা পেয়ে যেত।"

> পবিত্র শাস্ত্রে খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের ঠিক আগে পৃথিবীর অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। যারা লুটপাট ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে বিপুল ধনসম্পদ সঞ্চয় করছে, তাদের সম্পর্কে লেখা আছে: 'তোমরা শেষ দিনগুলোর জন্য ধনসম্পদ একত্র করে জমিয়েছ। দেখো, যারা তোমাদের ক্ষেতের ফসল কেটেছে, তাদের মজুরি—যা তোমরা প্রতারণা করে আটকে রেখেছ—আর্তনাদ করছে; এবং যারা ফসল কেটেছে তাদের সেই আর্তনাদ সেনাবাহিনীর প্রভুর কানে পৌঁছেছে। তোমরা পৃথিবীতে ভোগবিলাসে জীবনযাপন করেছ এবং উচ্ছৃঙ্খল হয়েছ; তোমরা জবাইয়ের দিনের জন্য তোমাদের হৃদয়কে মোটা করেছ। তোমরা ধার্মিককে দোষী সাব্যস্ত করেছ এবং হত্যা করেছ; আর তিনি তোমাদের প্রতিরোধ করেন না।' যাকোব ৫:৩-৬।

শেষ দিনে মানুষ "ব্যবসায়িক কার্যক্রমকে আরও নিরাপদ ভিত্তিতে স্থাপন করতে নিষ্ফলভাবে সংগ্রাম করছে।" ডেমোক্র্যাটরা, তাদের প্রচারণা যন্ত্র, এবং গ্লোবালিস্ট ব্যাংকাররা নিষ্ফলভাবে সংগ্রাম করছে, এবং বাইডেন প্রশাসন যে বাস্তব আর্থিক স্থিতিশীলতা অর্জন করেছে বলে তারা দাবি করে, সে সম্পর্কে তারা মিথ্যা বলছে। "খ্রিস্টের দ্বিতীয় আগমনের ঠিক আগের বিশ্ব"-এর একটি প্রতীক হলো "যারা ডাকাতি ও চাঁদাবাজির মাধ্যমে" "বিপুল ধনসম্পদ সঞ্চয় করছে" এমন মানুষ। সিস্টার হোয়াইট জেমসের পুস্তক থেকে যে পদগুলো উদ্ধৃত করেছিলেন, সেগুলোর আগে যে তিনটি পদ আছে, সেগুলো হলো:

> এখন শোনো, হে ধনবানগণ, তোমাদের উপর আসতে চলা দুর্দশার জন্য কাঁদো ও আর্তনাদ করো। তোমাদের ধনসম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে, আর তোমাদের বস্ত্র কীটে খেয়ে ফেলেছে। তোমাদের সোনা ও রূপায় ক্ষয় ধরেছে; আর সেই ক্ষয় তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে, এবং তা যেন আগুনের মতো তোমাদের মাংস খেয়ে ফেলবে। তোমরা শেষ দিনগুলির জন্য ধনরত্ন সঞ্চয় করে একত্র করেছ। যাকোব ৫:১–৩।

অন্তিম দিনসমূহের একটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য হলো, এমন ব্যক্তিদের উপস্থিতি, যাঁরা প্রতারণাপূর্ণ উপায়ে সঞ্চিত তাঁদের বিস্ময়কর ঐশ্বর্যের জন্য পরিচিত। সে সকল ব্যক্তি প্রতিদিনই সংবাদে থাকে। সে সময় উপস্থিত হয়েছে। সে সময় সেই বিশ্বব্যাপী ব্যাংকার ও বিলিয়নিয়ারদের সম্পদকে সোনা ও রূপা হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়—যা মরিচা ধরে। সোনা ও রূপায় তো মরিচা ধরে না; সুতরাং ধর্মগ্রন্থ এখানে একেবারেই অপ্রত্যাশিত এমন কিছুর পরিচয় দিচ্ছে, যা অন্তিম দিনসমূহে ধনীদের সম্পদের ক্ষেত্রে ঘটবে—তাঁদের সোনা ও রূপা মরিচাধরা হবে। সেই অর্থনৈতিক পতনের অগ্রদূত প্রকাশ পেয়েছিল তৃতীয় ‘হায়’-এর আগমনের সঙ্গে, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০০১-এ। তৃতীয় ‘হায়’-এর ইসলাম বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ববার্তা, এবং অন্তিম দিনসমূহে অর্থনীতিকে ডুবিয়ে দেয়ে সেই পূর্ববার্তাই, যা তর্শীশের জাহাজের মাধ্যমে প্রতীকায়িত হয়েছে।

> কারণ দেখো, রাজারা সমবেত হয়েছিল; তারা একসঙ্গে অতিক্রম করল। তারা তা দেখে বিস্মিত হলো; তারা বিচলিত হলো এবং ত্বরায় সরে গেল। সেখানে ভয় তাদের গ্রাস করল, এবং ব্যথা, যেন প্রসববেদনায় থাকা এক নারীর। তুমি পূর্ব বাতাসে তারশীশের জাহাজসমূহ ভেঙে দাও। গীতসংহিতা ৪৮:৪-৭।

যখন তৃতীয় "হায়"-এর ইসলাম দ্বারা সৃষ্ট, জাতিসমূহের ক্রমবর্ধমান ক্রোধের প্রতীক সেই পূর্ববার্তা (প্রসববেদনায় পীড়িত নারীসদৃশ) তারশীশের জাহাজসমূহকে ডুবিয়ে দেয়, তখন বিশ্বায়নপন্থী রাজাগণ, বিলিয়নিয়াররা ও ব্যাংকাররো ভয় ও যন্ত্রণায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ইসলাম শীঘ্রই স্থানীয় ও বৈশ্বিক অর্থনীতি ভেঙে দেবে এবং এমন এক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করবে, যা ট্রাম্পের শক্তির পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অনুকূল হবে, ডেমোক্র্যাট ও বিশ্বায়নপন্থীদের নয়; কারণ "প্রদত্ত সবের বিনিময়ে" সাতের অন্তর্ভুক্ত সেই অষ্টম মস্তকে ড্রাগনের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর গ্রীকদের সমগ্র অধিক্ষেত্রকে আলোড়িত করতে ট্রাম্পকে ব্যবহার করছেন, কারণ ঈশ্বর এখন এমন পরিস্থিতি আনয়ন করছেন, যেখানে সমগ্র বিশ্ব দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হবে।

যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এখন গ্লোবালিস্টদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে, সেটি প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল উড্রো উইলসনের রাষ্ট্রপতিত্বকালে—একজন ডেমোক্র্যাট, যিনি যুক্তরাষ্ট্রকে আসন্ন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বাইরে রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন রাষ্ট্রপতি হিসেবেই দায়িত্ব পালন করেন। উইলসন জাতিপুঞ্জ গঠনে উদ্যোগী হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত; জাতিপুঞ্জ ছিল জাতিসংঘের পূর্বসূরি। তার রাষ্ট্রপতিত্বকালে ১৯১৩ সালে উইলসন দেশের অর্থনীতির দিকনির্দেশনা ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের আওতায় দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক কাঠামো গ্লোবালিস্টদের হাতে ন্যস্ত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার প্রেসিডেন্টের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্য ছিল যুদ্ধ না করার তার প্রতিশ্রুতি, যা ছিল মিথ্যা। জাতিপুঞ্জের এক বিশ্ব সরকারের ধারণা প্রচারে তিনি ছিলেন প্রধান ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থব্যবস্থাকে বিশ্বব্যাপী ব্যাংকারদের হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়ার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ১৯১৩ থেকে ১৯২১

পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। ১৯১৯ সালে, অ্যাডভেন্টিজিমের তৃতীয় প্রজন্ম, যার প্রতীক ছিল জগতের সঙ্গে আপস, উইলসনের জগতের সঙ্গে আপসের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলেছিল, কারণ দুটি শিং পরস্পরের সমান্তরালে চলে। লাওদিকীয় অ্যাডভেন্টিজিমের তৃতীয় প্রজন্মে তারা তাদের চিকিৎসা ও শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ তাদের আধ্যাত্মিক সার্বভৌমত্বের বাইরে থাকা ব্যক্তিদের হাতে সমর্পণ করেছিল। একই সময়ে, উইলসন যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক সার্বভৌমত্ব বৈশ্বিকতাবাদী ব্যাংকারদের কাছে সমর্পণ করেছিলেন, এবং তিনি অবিরত পরিশ্রম করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বৈশ্বিকতাবাদীদের কাছে সমর্পণ করতে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে প্রেসিডেন্ট হিসেবে উইলসন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে চিহ্নিতকারী ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি এমন এক ইতিহাসের প্রতীক, যেখানে ফেডারেল রিজার্ভ বৈশ্বিক অর্থনীতিকে এমন অভিমুখে নিয়ন্ত্রণে জড়িত, যা গ্লোবালিস্ট এজেন্ডার জন্য সবচেয়ে উপযোগী, আমেরিকার সার্বভৌমত্বের জন্য নয়। তিনি এমন এক প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধিত্ব করেন, যার সময়ে নিউ ওয়ার্ল্ড অর্ডার শেষ পর্যন্ত বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর সপ্তম রাজ্যে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে পৌঁছে, যদিও তাদের শাসনকাল স্বল্পস্থায়ী। এই সত্যটি দুই সাক্ষীর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত; কারণ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লীগ অব নেশনসে যোগ দিতে উইলসনের ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছিল সেই ঘটনার প্রতিরূপ, যেখানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘে যোগ দেয়। এই দুই সাক্ষীর ভিত্তিতে, শীঘ্র আগত রবিবার আইন—যার পিছু পিছু জাতীয় ধ্বংস আসে—জাতিসংঘকে এক বিশ্ব সরকার হিসেবে প্রতিষ্ঠার দিকে নিয়ে যায়; যে লক্ষ্যটির জন্য গ্লোবালিস্টরা উড্রো উইলসনের প্রেসিডেন্সি থেকে চাপ দিয়ে আসছে।

এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বৈশিষ্ট্যগুলো অবশ্যই অষ্টম ও শেষ রাষ্ট্রপতির আমলে বিদ্যমান থাকতে হবে; তিনি সাতজনেরই একজন। উইলসনের পর রিপাবলিকান ওয়ারেন হার্ডিং আসেন, যিনি "রোরিং টুয়েন্টিজ" নামে পরিচিত সময়টির সূচনা করেন, যা ১৯২৯ সালের ধসের দিকে নিয়ে যায়, যা মহামন্দার দিকে নিয়ে যায়, যা শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দিকে নিয়ে যায়। ট্রাম্পের প্রথম রাষ্ট্রপতিত্ব ছিল "রোরিং টুয়েন্টিজ", আর বাইডেন পৃথিবীর জন্তুর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় মন্দার সূচনা করতে চলেছেন। সেই মন্দা ১৯২৯ সালের ধস দ্বারা চিহ্নিত ছিল, তবে এলেন হোয়াইটের সময়ের "১৮৩৭ সালের আতঙ্ক" দ্বারাও।

যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৩০-এর দশকের মন্দাকে সাধারণত "Panic of 1837" নামে উল্লেখ করা হয়। এটি ছিল তীব্র অর্থনৈতিক মন্দা, যা ১৮৩৭ থেকে ১৮৪০-এর দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত স্থায়ী ছিল এবং ১৮৩০-এর দশকের বৃহৎ অংশকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। "Panic of 1837"-এর বৈশিষ্ট্য ছিল আর্থিক সংকট, ব্যাংক ধস, ব্যাপক বেকারত্ব, এবং দীর্ঘস্থায়ী অর্থনৈতিক দুরবস্থা।

১৮৩৭ সালের আর্থিক আতঙ্কের সূত্রপাত ঘটেছিল ‘জল্পনামূলক বুদবুদ’ থেকে; যেমন ১৯২৯ সালের ধসের ক্ষেত্রেও ঘটেছিল। ১৮৩৭ সালে বুদবুদ ফেটে গেলে তা ব্যাপক দেউলিয়া ও আর্থিক ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়। জল্পনামূলক বুদবুদের পর একের পর এক ব্যাংক ধস ঘটে, ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রতি আস্থা নষ্ট হয় এবং ব্যাপক আর্থিক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পতন এবং আমেরিকান রপ্তানির চাহিদা হ্রাসে তীব্রতর হওয়া বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক দুরবস্থাকে আরও বাড়িয়ে তোলে।

১৯২৯ সালের ধস, যা মহামন্দার সূচনা চিহ্নিত করেছিল, তার আগে শেয়ারবাজারে এক জল্পনামূলক বুদবুদ তৈরি হয়েছিল। ১৯২০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্রে রোরিং টুয়েন্টিজ নামে পরিচিত এক অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সময় ছিল, যা দ্রুত শিল্পোন্নতি, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং ব্যাপক আশাবাদ দ্বারা চিহ্নিত ছিল। এই সময়ে শেয়ারবাজারে জল্পনা তুঙ্গে ওঠে; সহজ ঋণপ্রাপ্যতা, মার্জিন ট্রেডিং (ধার করা টাকায় শেয়ার কেনা), এবং অন্তর্নিহিত মূল্যের বদলে প্রত্যাশিত ভবিষ্যৎ মূল্যবৃদ্ধির ভিত্তিতে জল্পনামূলকভাবে শেয়ার কেনা—এসবই ওই উত্থানকে জ্বালানি জুগিয়েছিল। শেয়ারের দাম এমন এক অটেকসই স্তরে পৌঁছেছিল যে তা সংশ্লিষ্ট কোম্পানিগুলোর অন্তর্নিহিত মূল্যকে বহুদূর ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

মার্চ ২০০০ থেকে অক্টোবর ২০০২ পর্যন্ত ‘ডট-কম বুদবুদ’ ফেটে যায়। সেপ্টেম্বর ১১, ২০০১ সেই অর্থনৈতিক ধসের সময়ের মধ্যেই পড়েছিল। এরপর ২০০৮ সালে আবাসন বুদবুদ ফেটে যায়, যাকে ‘গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস’ বা ‘গ্রেট রিসেশন’ বলা হয়েছিল।

রবিবারের আইন জারি হওয়ার প্রাক্কালে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের জাগতিক সমৃদ্ধি অপসারিত হয়। এই জাগতিক সমৃদ্ধির অপসারণ এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজারের মোহরকরণের সময়কালে ঘটে। মোহরকরণের সময়ের প্রথম মাইলফলকটি একটি অর্থনৈতিক ধসের মধ্যে নিহিত ছিল। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ছিল তৃতীয় স্বর্গদূতের ক্ষমতাপ্রাপ্তি, এবং সেই একই স্বর্গদূত যখন ১৮৪৪ সালে এসেছিলেন, সেই ইতিহাসটিও একটি অর্থনৈতিক ধসের মধ্যে নিহিত ছিল। ১৮৪৪ শিগগির আসতে থাকা রবিবারের আইনকে প্রতীকায়িত করে, আর ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মোহরকরণের সময়কালের সূচনা। যীশু সবসময় কোনো কিছুর শেষকে তার শুরুর মাধ্যমে চিত্রিত করেন। ১৯২৯ সালের ধস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ঘটেছিল এবং সেই যুদ্ধের দিকে নিয়ে গিয়েছিল।

আমরা পরবর্তী প্রবন্ধে এই অধ্যয়ন অব্যাহত রাখব।

> আমাদের জনগণের মধ্যে অলস অবহেলা ও অপরাধসুলভ অবিশ্বাস ছিল; আর সেটাই আমাদেরকে সেই কাজ করা থেকে বঞ্চিত করেছে—ঈশ্বর যে কাজ আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন—যাতে আমাদের আলো অন্য জাতির লোকদের কাছে উদ্ভাসিত হয়। এই মহান কাজে এগিয়ে যেতে এবং ঝুঁকি নিতে একধরনের ভয় কাজ করছে, আশঙ্কা করা হয় যে সম্পদ ব্যয় করলে তার প্রতিদান মিলবে না। যদি সম্পদ ব্যয় করা হয়, তবু আমরা দেখতে না পাই যে এর ফলে আত্মারা উদ্ধার পেয়েছে—তবেই বা কী? আমাদের সম্পদের একটা অংশ যদি সম্পূর্ণ ক্ষতিতে হারিয়ে যায়—তবেই বা কী? কিছুই না করার চেয়ে কাজ করা এবং কাজ করে যাওয়াই শ্রেয়। কোনটি সফল হবে—এটি না ওটি—তোমরা জানো না। মানুষ পেটেন্ট-অধিকারে বিনিয়োগ করে এবং বড় ক্ষতির সম্মুখীন হয়, আর সেটি স্বাভাবিক ব্যাপার বলেই ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু ঈশ্বরের কাজ ও উদ্দেশ্যে মানুষ উদ্যোগ নিতে ভয় পায়। আত্মা উদ্ধারের কাজে অর্থ বিনিয়োগ করলে যদি তাৎক্ষণিক ফল না আসে, তাদের কাছে তা সম্পূর্ণ ক্ষতিই মনে হয়। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে অর্থ এখন এত কৃপণতার সঙ্গে বিনিয়োগ করা হচ্ছে, এবং যে অর্থ স্বার্থপরভাবে ধরে রাখা হচ্ছে—অল্পদিনের মধ্যেই সেটাই সব মূর্তির সঙ্গে একত্রে তিলচোঁচা ও বাদুড়ের কাছে ছুঁড়ে ফেলা হবে। অনন্তের বাস্তব দৃশ্য যখন মানুষের ইন্দ্রিয়ে উন্মোচিত হবে, তখন অর্থের মূল্য খুব শিগগিরই আকস্মিকভাবে কমে যাবে। দ্য ট্রু মিশনারি, ১ জানুয়ারি, ১৮৭৪।